উৎসবের এইবার একযুগ পূর্তি
সপ্তাহ জুড়েই তাই হৈ-হুল্লোড় ফূর্তি

আমাদের উৎসব

১২তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০১৯ | ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন | Future in Frames

০১

শনিবার | ১৮ ফাল্গুন ১৪২৫ | ২ মার্চ ২০১৯ | ৪ পাতা | মূল্য ৫ টাকা

যুগ থেকে যুগান্তরে

আজ পর্দা উঠছে ১২তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের। উৎসবের পোস্টার, সূচি, স্মারক, বুলেটিন, সবকিছুর কাজ যখন সিএফএস-এর দপ্তরে চলছিলো এই কয়েক মাস জুড়ে, তখন সবার মধ্যেই যেন এক চাপা বিস্ময়। যেখানে যখনই "১২" সংখ্যাটি লিখতে হচ্ছিলো, সবাই যেন একটু শিহরিত হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটির বয়স ১৩ বছর। উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে ২০০৮ থেকে, এরপর বাদ যায়নি একটি বছরও। প্রত্যেক বছর উৎসব হয়ে উঠেছে আগের বছরের চেয়ে সুন্দর, সুশৃঙ্খল। বেড়েছে ব্যপ্তি, বেড়েছে শিশুদের অংশগ্রহণ। এই এক যুগের দীর্ঘ যাত্রায় বদল ঘটেছে কতটুকু? সিএফএস এর জন্মলগ্নের সেই শিশু আয়োজকেরা কি এখনো শিশু? নিশ্চয়ই তা নয়? সিএফএস এর সাথে সাথে, বড় হয়েছে তারাও। এক যুগের যাত্রায় এই উৎসব তাদের করে তুলেছে সফল এবং পারদর্শী আয়োজক। উৎসবের জন্মলগ্নের গল্পটাও বেশ গুরত্ববহ। ভারতের শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে "দূরত্ব" চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী শেষ করে দেশে ফিরেছেন মোরশেদুল ইসলাম। মাথায় ঘুরছে এক নতুন চিন্তা। কিভাবে বাংলাদেশেও করা যায় এমন একটি শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। এর পরপরই জন্ম নিলো আমাদের সিএফএস। সভাপতি হলেন মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক হলেন মুনিরা মোরশেদ মুন্নী। উপদেষ্টা হলেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। শুরুটা হয়েছিলো চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দিয়ে। কখনো সত্যজিৎ-এর 'হীরক রাজার দেশে' আবার কখনো মাজেদ মাজিদির 'চিলড্রেন অভ হেভেন'। জার্মান কালচারাল সেন্টারে নিয়মিত প্রদর্শনী করতে করতে ঢাকায় তৈরি হয়ে গেলো বেশ কিছু ক্ষুদে চলচ্চিত্রপ্রেমী। আর তাদের নিয়েই শুরু হলো পথ চলা। একে একে হয়ে গেল ১১টি সফল আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব। একদিকে যেমন দেশজুড়ে তৈরী হয়েছে শিশুদের সিনেমা দেখার আগ্রহ, অন্যদিকে সিএফএস থেকে বের হয়েছে সুপ্রশিক্ষিত শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতারা। শুধু একটি সংগঠন নয়, সিএফএস যেন একটি পরিপূর্ণ পরিবার।

নবীনদের আগমন আর নিত্যনতুন সম্ভাবনায় আমাদের উৎসবের ব্যপ্তি বাড়ছে প্রতি বছর। বাড়ছে শিশুদের চলচ্চিত্র নির্মাণের আগ্রহ, বড়দের শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের আগ্রহ। আর তাই তো এবারের উৎসবে জমা পড়েছে সাড়ে ছয়শোরও বেশি চলচ্চিত্র। যাচাই বাছাই শেষে ৪টি ভেন্যুতে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে ৩২ দেশের প্রায় ২০০টি ছবি। মূল ভেন্যু শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরি সহ চারটি ভেন্যুতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রদর্শনী, দেশ-বিদেশের বরেণ্য চলচ্চিত্রকারদের সঙ্গে ক্ষুদে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কর্মশালা, তারকা অতিথিদের সঙ্গে আড্ডা, ক্ষুদে নির্মাতাদের জন্য ক্ষুদে জুরিবোর্ড, আন্তর্জাতিক বিভাগে বিশিষ্ট নির্মাতাদের বিচারক প্যানেল এবং দর্শকদের জন্য নানা স্মারক কেনার ব্যবস্থা। সব মিলে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের ১২তম আসর একেবারে জমজমাট। সাত দিনের এই আয়োজনের পর্দা উঠছে আজ, চলবে ৮মার্চ পর্যন্ত। আমাদের এই আনন্দযজ্ঞে তোমাদের জানাই আমন্ত্রণ। দেখা হচ্ছে তো?

- ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলী

মহাযজ্ঞের মহানায়ক!

"এককথায় যদি বলি তাহলে বলবো অসাধারণ ছিল পুরো সময়টা। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব এসেছে। প্রতিবারই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ এসেছে, প্রতিবার নানান রকম ভুল হয়েছে, সেখান থেকে আবার শিক্ষা নিয়েছি! প্রতিবারই চেয়েছি উৎসবকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে।" উৎসবের একযুগ পূর্ণ হচ্ছে এবার, নিঃসন্দেহে একযুগ পূর্তি এবারের উৎসবে যোগ করেছে ভিন্ন এক মাত্রা। উৎসব প্রস্তুতির একেবারে শেষ মুহূর্তে চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটির অফিসে গিয়ে এই মহাযজ্ঞের মহানায়ক মোহাম্মাদ আবীর ফেরদৌস-এর সাক্ষাত পাওয়া গেল। যিনি এইবার দিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো উৎসব পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে জানতে চাইলাম এতদিনে উৎসবটি শিশুদের চলচ্চিত্র নির্মাতা কিংবা চলচ্চিত্রের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে কতোটা সফল হয়েছে। জবাবে তিনি জানালেন, "আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু শিশুদের চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করার মতো এতবড় প্লাটফর্ম একদমই নেই! আমার মনে হয় এক্ষেত্রে এই উৎসব একটা বড় প্লাটফর্ম শিশু এবং তরুণ নির্মাতাদের জন্য।"এবারের উৎসব নিয়ে প্রত্যাশার কথা জানতে চাইলে তিনি জানান, "বরাবরের মতো এবারও চাই যেন সবকিছু ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। উৎসবে আগত প্রত্যেকেই যেন উৎসব শেষে এটা বলতে পারে, আমি পরবর্তী উৎসবে আবার আসতে চাই! এছাড়া প্রতিবারই চেষ্টা থাকে চলতি উৎসব যেন বিগত সকল উৎসবকে ছাড়িয়ে যায়। এবারও চাওয়াটা তেমনই থাকবে!" চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শেষ উৎসবের মহানায়ক উঠলেন, ব্যস্ত হলেন নিজের কাজে। আমরাও দারুণ একটি উৎসব পাবার প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিলাম তার কাছ থেকে।

- হুমায়রা সানজানা অনিশা

যে শিশুদেরকে বয়স আটকাতে পারেনি!

উৎসব প্রবীণ হচ্ছে, বয়স বাড়ছে ভলান্টিয়ারদের, নেপথ্যের বয়োঃজ্যেষ্ঠদের। কিন্তু আসলেই বাড়ছে কী? অথবা সময় কি আসলেই বয়স পরিমাণের পরিমাপক হয়? উৎসব প্রাঙ্গণে আসলে এই প্রশ্ন একবার হলেও সবার মাথায় খেলবেই। যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু নেপথ্যের মানুষরা নিজের মাঝে লালন করছেন শিশুসম মমতা, নিষ্কলুষতা আর প্রাণোচ্ছলতা। মনের দিক থেকে যে বয়স তাদের একেবারেই বাড়েনি। এই বিষয়ে তাদের কী মতামত সেটা জানাতেই এই লেখা ।উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা মোরশেদুল ইসলাম, শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে দেশসুদ্ধ মানুষকে শিশুদের জন্য ভাবতে শেখানোর মত বিপ্লব যিনি সৃষ্টি করেছেন। তার কাছে বয়স আটকে রাখার মন্ত্র জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি জানি না আসলে । এটার মনে হয় কোন মন্ত্র নাই।" তিনি বলেন, শিশুমনের পবিত্রতা, কল্পনাশক্তি, আর সহজেই বলে ফেলা কথাগুলো আসলে চমৎকার ব্যাপার। এ জন্যেই সবাই চায় শিশুকালে ফিরে যেতে, তিনি নিজেও ব্যতিক্রম নন। মানুষ মনের দিক থেকে যত শিশুসুলভ থাকে, জীবনে তার উন্নতির সম্ভাবনাও ততটাই বেশী। মনের দিক থেকে বাচ্চা থেকে যাওয়ার কারণে নাকি প্রায়ই নিজের বাসায় বউ ছেলেমেয়ের কাছে কিছু অভিযোগ শুনতে হয়, তবে তিনি জানালেন, "অভিযোগ শুনে মন খারাপের ভান করলেও আমার আসলে ব্যাপারটা ভালোই লাগে ।" শুরু থেকে এ পর্যন্ত উৎসবের যাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, "শুরুর দিকে প্রচুর কাজ করতাম, তখন তো আর কেউ ছিলো না। ফিল্ম সিলেকশন থেকে শুরু করে স্যুভেনির, প্রোজেকশন সব আমাকেই করতে হতো। অমানুষিক পরিশ্রম হত। তখন মাঝে মাঝে ভাবতাম, ইশ! উৎসবটায় যদি অতিথি হয়ে আসতে পারতাম। উৎসব হবে, কিন্তু আমার কোন কাজ করা লাগবে না।" তার এই প্রথম দিককার স্বপ্ন আজকে একদম বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এখন তিনি অতিথির মত উৎসবে আসছেন, প্রেস কনফারেন্সে যাচ্ছেন, ভলান্টিয়ারদের উৎসাহ দিচ্ছেন। শিশুদের জন্য আজীবন কাজ করে যাওয়া

আরেকটি মুখ হলেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল, চিল্ড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট। তাকে বয়স আটকে রাখার মন্ত্র জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ব্যাপারটা আসলে খুবই সোজা। তিনি বলেন, "বাইরে কেবল ভান করতে হবে যে তুমি বড় হয়ে গেছো, গম্ভীরভাবে কথা বলতে হবে, গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে হবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোন কিছু সিরিয়াসলি নেয়া যাবে না।" উৎসবের এত বছরের যাত্রার প্রাপ্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি একবার ডেইরী ফার্মে গিয়েছিলাম, সেখানে অনেক গরু। গরুগুলো দুধের জন্য রাখা হইছে। ম্যানেজার আমাকে বললো, এই গরুর দুধের থেকে নাকি গোবরটা বেশী ইউজফুল।" সিএফএস-এও নাকি এমনটাই হয়েছে। ফেস্টিভাল থেকে ভলান্টিয়াররা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এত পরিশ্রমার্জিত অভিজ্ঞতা ভলান্টিয়ারদের মানুষ হিসেবে শুদ্ধ করে এবং এই অভিজ্ঞতা তারা অন্য জায়গায় কাজে লাগাতে পারে। বারো বছরের পরিবর্তনের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি অপরিবর্তনের কথা টেনেই খানিকটা আফসোস করেন। এ ধরণের চমৎকার একটা ফেস্টিভালের যে এখনো আর্থিক সংকটে থাকতে হচ্ছে এ কথা বারবার বলেন তিনি। তিনি আশা রাখেন এক সময় ভলান্টিয়ারদের মাথায় টাকা নিয়ে চিন্তা থাকবে না। ফেস্টিভালে দেশের বাইরে থেকেও থাকবে ডিরেক্টরদের আনাগোনা এবং উৎসব ছড়িয়ে পড়বে সকল বিভাগীয় শহরে। আমাদের উৎসবের জেনারেল সেক্রেটারী, মুনিরা মোর্শেদ মুননী। মাতৃসম স্নেহ দিয়ে যিনি এতগুলো বাচ্চাকে এক যুগ ধরে লালন করে আসছেন। তার কাছে বয়স আটকে রাখার কৌশল জানতে চাইলে বলেন, "সারাক্ষণ নতুন প্রজন্মের সঙ্গে মিশি, সারাক্ষণ অনুভূতিশীল উষ্ণ হৃদয়, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তা উপভোগ করি যেটার স্ফূরণ

ছোটদের মাঝেই ঘটছে।" আমরাও বুঝি, সর্বক্ষণ এমন পরিবেশে থাকলে হৃদয় শিশুদের মত হতে খানিকটা বাধ্যই। উৎসবের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, "শুরুর দিকে যে কষ্টটা হতো, ডিজাইন হোক কিংবা আয়োজন সংক্রান্ত, সব অন্যদের দিয়ে করাতে হতো। অথচ এখন আমাদের ছেলেমেয়েরাই এত সুন্দর কাজ করছে যে বিভিন্ন স্থানে তারা এই যোগ্যতা দেখিয়ে পেশাগত সুবিধাও নিয়ে নিচ্ছে। উৎসব এখন স্বনির্ভর। যারা বড় হয়ে যাচ্ছে, প্রচন্ড ব্যস্ততা সত্ত্বেও ভালোবাসার টানে উৎসবে এসে কাজ করছে।" পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন, "আমাদের এখন পরিণতবোধ এসেছে, তৈরী হয়েছে সংস্কৃতিবোধ সম্পন্ন মন। আমরা জানি পৃথিবীতে সকল সংস্কৃতির সহাবস্থানই উন্নতি। এই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধটা নিয়ে যে একদল ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে এটাই আমাদের জেনারেল সেক্রেটারীর সবচাইতে বড় পাওয়া।" তিনি চান, এই ছেলেমেয়েরাই একদিন সমাজের নেতৃত্ব দিবে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিবে, প্রত্যেকে তার আশেপাশের পরিবেশ সুন্দর করবে এবং তাতেই পরিবর্তন আসবে। সমাজের সমস্ত কলুষতা দূর হবে এই বাচ্চাদের হাত দিয়েই। আমাদের উৎসব উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মুস্তাফা মনোয়ার । আমাদের শিশুকালকে অসম্ভব সুন্দর করে দেয়ার পেছনে যার অবদান অন্যতম। তার বলা গল্প, বানানো পাপেট শো ছাড়া ছেলেবেলা বেশ অসম্পূর্ণই থেকে যেত। অবশ্য এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দিল্লীতে অবস্থান করায় তার নিজের বক্তব্য আমরা নিতে পারিনি। তবে উনার একটা মজার গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করছি । মুস্তাফা মনোয়ার অংক একদমই পছন্দ করতেন না। একবার পরীক্ষা শেষে স্যার যখন সবার নাম ডেকে কে কত নাম্বার পেল তা বলছিলেন, তখন দেখা গেল সবাই ভালো নাম্বার পেলেও তিনি পেয়েছেন একশোতে মাত্র চার। তাই শুনে মুস্তাফা মনোয়ার হেসে দিলেন এবং ক্লাস টিচার রেগে গিয়ে হাসির কারণ জানতে চাইলেন। মুস্তাফা স্যার বললেন, "কিছু তো অন্তত ঠিক হয়েছে যে চার পেয়েছি, স্যার!"

- ফারিহা জান্নাত মীম

এবারের লোগো ফিল্ম

পেন্সিল রাবারের ঘষামাজা থেকে শুরু হয় দেয়ালে আঁকিবুকি। আর সেই থেকে হয়তো অনেকেরই কার্টুনিস্ট হয়ে ওঠার গল্প শোনা যায়। তবে দেয়ালের এই আঁকিবুকির জগত থেকে কোনো এক উৎসবের জগতে হারিয়ে যাবার গল্প শুনেছেন?
৪০ সেকেন্ডের এই এনিমেশন ফিল্মে দেখানো হয়েছে কীভাবে ছোট্ট একটি মেয়ে দেয়ালে আঁকা পাপেটের সাথে হারিয়ে যায় উৎসবের রাজ্যে। পাপেটগুলো জীবন্ত হয়ে মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাদের রঙিন রাজ্যে, পাপেট রাজ্যে! পাপেটদের সাথে সেই রঙিন দুনিয়ায় এসে ভয় না পেয়ে মেয়েটি বরং আরও খুশি হয়ে যায়। যেন সে তার বহু প্রতিক্ষীত রাজ্যে ফিরে এসেছে। সেই পাপেটের রাজ্যে সবাই ফিল্মমেকার! কারো হাতে ক্যামেরা, কারো হাতে বুম, কেউ ইন্টারভিউ দিচ্ছে, কেউ ছবি তুলছে, বেলুন আর পায়রা উড়ছে! ভীষণ উৎসবমুখর একটা পরিবেশ, এখানে আনন্দ উল্লাস সীমাহীন।চমৎকার এই এনিমেশন ফিল্মটাই এবারকার উৎসবের লোগো ফিল্ম।

-জিনাতুন নেসা তুপা

যুগের স্বাক্ষর...

বিগত ১২ বছরে আয়োজিত আমাদের উৎসবের স্মারক পোস্টারের প্রতিলিপি।

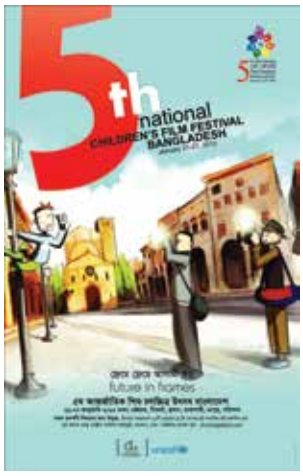

গত উৎসবের খুঁটিনাটি

গেল বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখে বেশ আয়োজন করেই শেষ হয়েছিল "১১তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ" এর যাত্রা। পুরো এক সপ্তাহের জমানো স্মৃতি আর মজার মজার সব ঘটনা গুলো যেন এখনো স্মৃতির দরজায় কড়া নাড়ে। মনে হচ্ছে, এইতো সেদিনকার কথা! গতবারের উৎসবটি রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকার মূল ভেন্যুসহ আরও পাঁচটি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী ১ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী উৎসব ভেন্যুতে হাজির হয়েছিল চলচ্চিত্র দেখার উদ্দেশ্যে। উৎসবের পুরো সাতদিন জুড়ে মোট ৫৮টি দেশের ২২০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও ৬০জন শিশু-কিশোর প্রতিনিধি, যাদের বানানো চলচ্চিত্র গুলো উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে।

উৎসবের গত আসরের পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের তালিকা:

১ম সেরা চলচ্চিত্র : *ওয়ান টু থ্রি*
নির্মাতা: *আজমাইন আওসাফ অর্ণব*

২য় সেরা চলচ্চিত্র : *ফ্রেন্ড*
নির্মাতা: *ইশমুম নাওয়ার*

৩য় সেরা চলচ্চিত্র : *শ্যাডোজ*
নির্মাতা: *সামিন কাদের*

বিশেষ পুরস্কার : *ফিল্ম ক্রেজি*
নির্মাতা: *শারমিন তন্বিমা*

বিশেষ পুরস্কার : *জার্নি বাই লাইফ*
নির্মাতা: *ফাহিম আহমেদ*

তরুণ ক্যাটাগরি : *দ্য ফিউনেরাল*
নির্মাতা : *তানজিনা রহমান*

স্যোসাল ক্যাটাগরি : *ড্রেড*
নির্মাতা : *ফারহা জাবিন ঐশী*

- তাজরিয়ান তাসনিম অহনা

THE POPCORN DIARIES

MEET THE PRESS

Press conference regarding the festival, held on 26th February 2019 at Alliance Francaise de Dacca, Dhanmondi at 12:00pm. Founder of Children's Film Society Bangladesh, Morshedul Islam, President Mohammad Jafar Iqbal, General Secretary Munira Morshed Munni and Festival Director Abir Ferdous Mukhar led the conference. Representative reporters from the New Age, Ittefaq, Prothom Alo, Jamuna TV, Somoy TV, Doinik Khobor, Janakantha, Vorer Pata, Channel 24 and other media were present at the program premise. After the festival committee's welcome speech, festival director announced 12th International Children's Film Festival Bangladesh and gave elaborate description of how we are picturing it and acknowledged the support of other organizations and the Government of People's Republic of Bangladesh. Followed by this segment, there was a Q&A session for the reporters to the advisory committee of the festival.

- Fariha Jannat Mim

Opening Film

"5 Rupees" is the opening film of 12th International Children's Film Festival Bangladesh. After the inaugural ceremony, this film will be screened at Shawkat Osman Auditorium at Central Public Library on 2nd March 2019.

The film is about a poor lady Ameena, who lives in the foothills of Himalayas with her seven years old grandson Hamid. A chain of events occurs that end up discovering their hidden sides. The film is directed and produced by Piyush Panjuani. He began his career as a theatre actor and worked his way from an assistant director to build his own production company.

Piyush Panjuani along with his lead cast of "5 Rupees" will be joining us at our festival as a guest and a workshop instructor. Welcome and enjoy.

- Navina Noon Taslim

Where the fun films are?

For the 12th time, the curtains of International Children's Film Festival Bangladesh will rise up on 2nd March 2019. This year's festival received **659 films** in total. Amongst them, **179 films** have been selected and will be shown at the festival. Screening will commence from 2nd to 8th March 2019. Full-length features, shorts, experimental films made for and by children, including fictions animations and documentaries. The entry fee for this event is zero and there is no age limit! Anyone can join us in our scheduled time.

You can join us at:

- **Central Public Library**, *Shahbag*
- **Bangladesh Shilpakala Academy**, *Segunbagicha*
- **British Council**, *Fuller Road*
- **Sufia Kamal Auditorium**, *National Museum.*

We cordially invite you to each of our venues to enjoy the selected films. Happy filming!

- Tabassum Binte Tabriz

Editor: Fariha Jannat Meem, Zamsedur Rahman Sajib
Bulletin Advisor: Abu Sayeed Nishan, Ashik Ibrahim
Reporter: Homayra Sanzana Anisha, Navina Noon Taslim, Rahnuma Tahsin, Riddha Anindya, Samia Sharmin Biva, Tabassum Binte Tabriz, Tajrian Tasnim Ahana, Zinatun Nessa Tupa
Design & Illustration: Subinoy Mustofi Eron, Fariha Jahin Biva, Fida Al Mugni, Mahatab Rashid, Rakeeb Razzak.
Photographer: Ferdous, Joy, Rad

Organized by
Supported by
Associated Partners
Hospitality Partner
Radio Partner